কারক

একটি ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্কই কারক। তাই বলা যায়, পদের সাথে পদের সম্পর্কই কারক। এবং এটাও বিশ্বাস রাখেন যে, পদ যেহেতু আপনার বিসিএস সিলেবাসে আছে, 'কারক'ও বিসিএস সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। এখান থেকে ৪০তম বিসিএসে প্রশ্ন ছিল ২টি, এবং তা আবারও আসবে।

একটি বাক্য দিয়ে তার একটি পদের নিচে Underline করে বলবে যে ঐ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? এই প্রশ্ন ছাড়া কারক বা বিভক্তি কত প্রকার বা কোন কারক কত প্রকার বা কাকে বলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় সাধারণত আসবে না। তাই এখানে যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই অনুশীলন করবেন।

শিক্ষার্থীরা এমনকি শিক্ষকরাও কর্তৃকারক থেকে পড়া শুরু করে অধিকরণ পর্যন্ত পড়তে পড়তে একই সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই অধিকরণ দিয়েই শুরু করলাম। যেন গুরুত্বপূর্ণগুলো সহজেই ধারণ করতে পারেন। আপনাদের পরীক্ষার জন্য "অধিকরণ, অপাদান এবং করণ কারক" গুরুত্বপূর্ণ। অভিযাত্রী, শিক্ষক ছাড়া আপনাকে এই কারক শিখাতে সক্ষম। একবার পড়ুন, প্রমাণ নিজেই নিজেকে দিয়ে দিবেন।

- ☞ কারক ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। কারক শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ।
- ☞ কারক = √কৃ + ণক, অর্থাৎ যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব, কারক শব্দটি প্রত্যয় (কৃৎ প্রত্যয়) সাধিত শব্দ বা প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

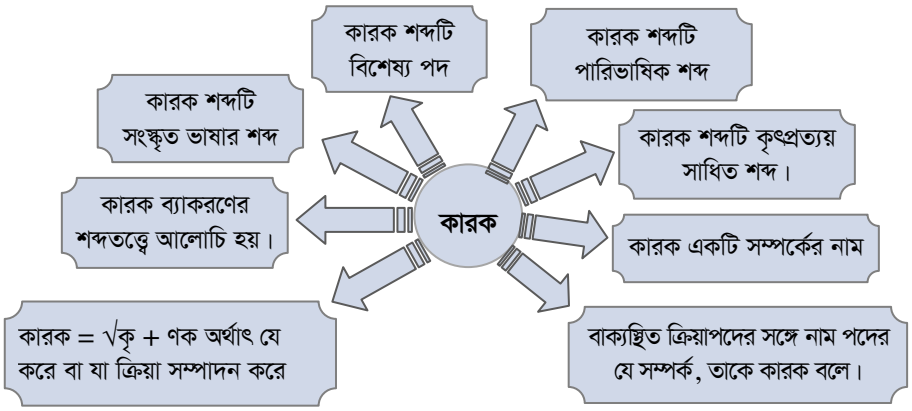

➢ **এইবার একটি গল্প দিয়ে আমরা কারক শিখব। মনোযোগ সহকারে পড়বেন।** রাফি পঞ্চগড়ে থাকে। সে কখনো ঢাকা আসে নি; এমনকি ঢাকায় তার কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, পরিচিত বা অপরিচিত কেউ নাই। কিন্তু রাফি বাসায় বসে TV-তে ছিঃনেমা আর ছিঃরিয়াল দেখে। দেখতে দেখতে এটা উপলব্ধি হল যে ঢাকায় যেসব মেয়েরা বসবাস করে তারা সবাই খুবই সুন্দর হয়। যেই কথা সেই কাজ। রাফি সিদ্ধান্ত নিল ঢাকায় বসবাস করে এমন কোন মেয়েকে সে বিয়ে করবে। অতপর বাস বা ট্রেনে ঢাকা পৌঁছাল। স্টেশনে তো অনেক মেয়েই থাকে। সে যদি কোন মেয়ের হাত ধরে বলে– আমি পঞ্চগড় থেকে এসেছি বিয়ে করতে। পঞ্চগড়ে আমার ৪টা বাড়ি, ৩টা গাড়ি আর ২টা নারী আছে; চল আমরা বিয়ে করি। মেয়ে কি বিয়েতে রাজি হবে? না; হবে না। এখন রাফি যদি বিয়েই করতে চায় তাহলে তাকে একটা মাধ্যম খুঁজতে হবে। যে মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজ করে দেয় ঘটক। অতএব, রাফির সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। এখন ছেলেটির সাথে মেয়েটির যে সম্পর্ক হল- তা হল– স্বামী-স্ত্রী। মনে রাখবে এই 'স্বামী-স্ত্রী' হল একটা সম্পর্কের নাম আর ব্যাকরণের ভাষায় এই সম্পর্কের নামই কারক। আর যে সম্পর্ক তৈরি করে দিল অর্থাৎ ঘটক। ব্যাকরণের ভাষায় তাকে বলা হবে বিভক্তি।

✓ **আমরা এবার এটা বোঝলাম, সম্পর্ক তৈরিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তাই কারক নির্ণয়ে বিভক্তিও নির্ণয় করতে হয়।**

❑ অতএব, কারক হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম। এই সম্পর্ক বাক্যে যে ক্রিয়াপদ থাকে তার সাথে নাম পদের। এখানে নাম পদ বলতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় পদকে বোঝানো হয়েছে। তাই, ক্রিয়ার সাথে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয়ের সম্পর্কের নামই কারক।

⇨ কখনো কখনো সম্পর্ক তৈরিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেই মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দুটি শব্দের মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজটি করে বিভক্তি।

মাথা হাত।	**কলম লেখ।**	পাশের বাক্যে মাথার সাথে হাতের বা কলমের এর সাথে লেখ এর কোন সম্পর্ক নেই।
মাথায় হাত।	কলম দ্বারা লেখ।	এখানে, য়⟶ মাথা এবং হাতের সাথে আর দ্বারা কলম এবং লেখার সাথে সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছে। তাই 'য়' এবং 'দ্বারা'– হল বিভক্তি। অতএব, যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক তৈরি করে দেয় সেই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় বিভক্তি।

✓ **বিভক্তির প্রকারভেদ: বিভক্তি ২ প্রকার: যথা**

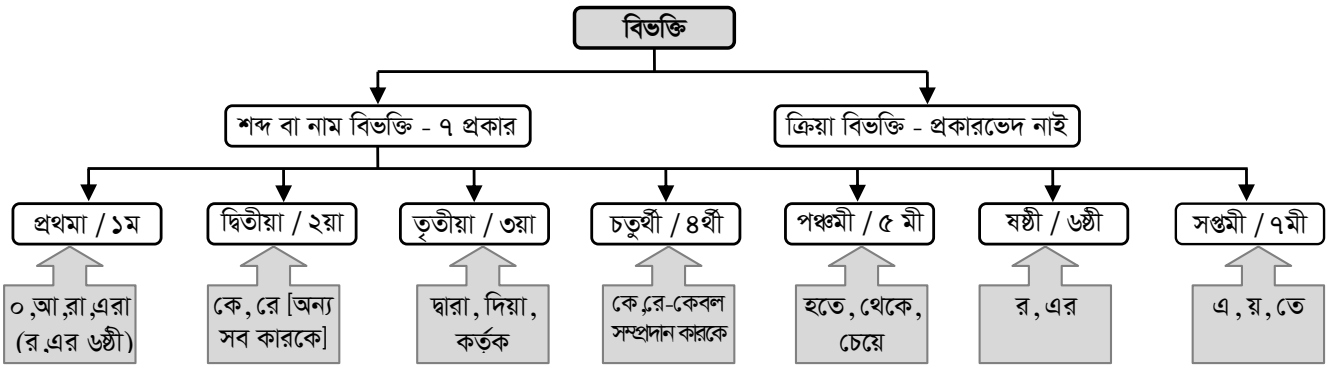

☞ উপরে দেখা ২য়া এবং ৪র্থী বিভক্তি একই রকম এবং ব্র্যাকেটে কিছু দেয়া আছে। অতএব, এটা বলা যায় ২য় বিভক্তি হবে অন্য সব কারকে কিন্তু সম্প্রদান কারকে কিন্তু অন্য কোন কারকে নয়। **কারক নির্ণয়ে শব্দ বা নাম বিভক্তির প্রয়োগ হয়।**

✓ ক্রিয়ার সাথে নাম পদের ৬টি সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ কারক ৬ প্রকার:

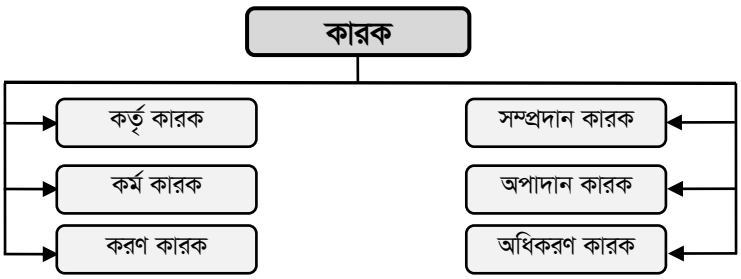

☞ **কারকের প্রয়োজনীয়তা:**

কারক শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সংস্কৃত ভাষায় বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের বা সর্বনামের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বুঝানোর জন্য বিশেষ বিশেষ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলায় একই বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কও প্রকাশ করে। ফলে এ সম্পর্কটা বোঝার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে আমাদের কারক শিখতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারক অপরিহার্য নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন বাক্যে ক্রিয়া থাকে, তখন সেখানে কারক সম্পর্কে জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সন্ধি, সমাস ইত্যাদির মতো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সবক্ষেত্রে কারকে নেই। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বাক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সম্পর্ক পরিষ্কার হওয়া জরুরি। বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হবার ক্ষেত্রে কারকের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। বাংলা ভাষা বিশ্লেষণের জন্য কারক অপরিহার্য।

☞ **বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা:**

বাংলা ভাষায় বিভক্তির কাজ সর্বাধিক এবং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ কারক না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা বাক্য রচনা সম্ভব কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা ভাষায় কোনো বাক্য রচনা সম্ভব নয়। যেমন - "এক রাজা, তার দুই রাণী।" এ বাক্যে কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ নেই; কিন্তু বিভক্তির ক্ষেত্রে এ কথা মোটেই খাটে না । শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তা পদে রূপান্তরিত হয় । আর বিভক্তি যুক্ত শব্দই হচ্ছে পদ। এ থেকেই বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুমান করা যায়। তাই বলা যায়

১. বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্যই রচিত হতে পারে না।
২. বিভক্তি ব্যতীত শব্দের যথার্থ রূপান্তর অসম্ভব।
৩. বিভক্তিই শব্দকে পদে পরিণত করে।
৪. ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য সাধনও বিভক্তিরই কাজ।
৫. বিভক্তিই নাম পদে কারকবোধ জন্মায়।
৬. বাক্যস্থিত এক পদের সাথে অন্য পদের অন্বয় সাধনই বিভক্তির কাজ।

অধিকরণ কারক

✓ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল বা সময় এবং স্থানকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য়, তে ব্যবহৃত হয়।

✓ **নিচের ৩টি বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হয়:**

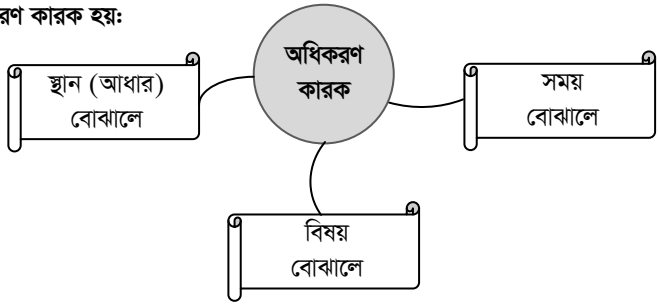

❑ **১. স্থান (আধার) বোঝালে:-** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন স্থানকে নির্দেশ করে বা বোঝায় তবে সেই স্থানসূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক। মনে রেখ, স্থান হবে হবে এমন নয়, শব্দটি দিয়ে স্থান বুঝালেই হবে।

➢ এবার নিচের প্রত্যেকটি উদাহরণ দেখ যা স্থানকেই বোঝাচ্ছে। **মাথায়** চুল আছে। **চুলে** পুষ্টি আছে। **পুষ্টিতে** ভিটামিন থাকে।
এখানে প্রথম বাক্যে **মাথা**, ২য় বাক্যে **চুল** এবং তৃতীয় বাক্যে **পুষ্টি** এখানে স্থান বোঝাচ্ছে। তাই তা অধিকরণ কারক এবং ৭মী বিভক্তি 'য়' রয়েছে

এ **বাড়িতে** কেউ নেই। – অধিকরণে ৭মী
পুকুরে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
বনে বাঘ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে। – অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে। – অধিকরণে ৭মী
নদীতে পানি আছে। – অধিকরণে ৭মী
পানিতে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
মাছে আমিষ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আমি **ঢাকা** যাব। – অধিকরণে শূন্য
এ **দেহে** প্রাণ নেই। – অধিকরণে ৭মী
এ **জমিতে** সোনা ফলে। – অধিকরণে ৭মী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। – অধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন। – অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গাছে কাঁঠাল **গোঁফে** তেল। – অধিকরণে ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে। – অধিকরণে ৭মী
ট্রেন **ঢাকা** পৌঁছল। – অধিকরণে শূন্য
পাইলটে কালি ধরে বেশি। – অধিকরণে ৭মী
বন্যেরা **বনে** সুন্দর শিশুরা **মাতৃক্রোড়ে**। – অধিকরণে ৭মী
মনেতে আগুন জ্বলে **চোখে** কেন জ্বলে না – অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে। – অধিকরণে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**। – অধিকরণে ৭মী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী। – অধিকরণে ৭মী
আমরা রোজ **স্কুলে** যাই। – অধিকরণে ৭মী
কাজে মন দাও।– অধিকরণে ৭মী
পৃথিবীতে সাতটি মহাসমুদ্র আছে।– অধিকরণে ৭মী
পড়াতে তার মন বসে না। – অধিকরণে ৭মী
গোলাপে গন্ধ আছে। – অধিকরণে ৭মী
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ। – অধিকরণে ৭মী

নদীতে নৌকা আছে

নদী স্থান বুঝিয়েছে;
তাই অধিকরণ কারক

গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। – অধিকরণে ৭মী
জলে কুমির থাকে। – অধিকরণে ৭মী
থানায় এজহার দাও। – অধিকরণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। – অধিকরণে ৭মী
বোঁটা আলগা ফল **গাছে** থাকে না। – অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা। – অধিকরণে ৭মী
সরোবরে পদ্ম ফোটে। – অধিকরণে ৭মী
ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। – অধিকরণে ৭মী
রাজার **দুয়ারে** হাতি বাঁধা। – অধিকরণে ৭মী
ছায়ায় বস। – অধিকরণে ৭মী
নয়নে নয়ন রাখ। – অধিকরণে ৭মী
মন বসে না **পড়ার টেবিলে**। – অধিকরণে ৭মী
আহারে রুচি নেই। – অধিকরণে ৭মী
মিম **বিপদে** পড়েছে। – অধিকরণে ৭মী
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর **নদে** এল বান। – অধিকরণে ৭মী

✓ **কোন স্থান থেকে কোন কিছু দেখা গেলে। যেহেতু স্থান বোঝায় তাই তা অধিকরণ:**
ছাদ থেকে চাঁদ দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী

❑ **২. সময় বোঝালে:** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোনো সময়কে নির্দেশ করে বা বোঝায়, তবে সেই সময়সূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক।

✓ **নিচের প্রত্যেকটি শব্দ সময়কে বোঝায় বা নির্দেশ করে, যা বাক্যে থাকলে চিন্তা ছাড়া অধিকরণ কারক উত্তর করবেন।**

☑ সকাল, ভোর, প্রভাত, প্রত্যূষে, দুপুর, বিকালে, সাঁঝ, গোধূলি, সন্ধ্যা, রাত্রি, নিশি।
☑ সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ (১৫ দিন), মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী।
☑ যে কোন ঋতুর নাম– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।
☑ যে কোন মাসের নাম: বাংলা এবং ইংরেজি ১২টি মাসের নাম।
☑ যে কোন তারিখ বা সালের নাম: যেমন-১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।
☑ বেলা যুক্ত যে কোন শব্দ।
☑ রোজ, আজ, কাল, পরশু, গতকাল, আগামীকাল, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, মুহূর্ত, এমনকি সময় শব্দটি নিজেও অধিকরণ।
☑ যে কোন বার বা দিনের নাম: শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

✓ **মনে রাখবে উপরের শব্দগুলো বাক্যে সময়কে বোঝায়। তাই সবগুলো অধিকরণ কারক।**
এবার, উদাহরণগুলো অনুশীলন করুন:

আজকে নগদ **কালকে** ধার। – অধিকরণে ২য়া।
বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী

বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী
বাক্যে বসন্ত কাল সময়কে নির্দেশ করে; তাই বসন্ত অধিকরণ কারক

আমরা **রোজ** স্কুলে যাই। – অধিকরণে শূন্য
এ **বছর** খুব ভাল ফসল হয়েছে। – অধিকরণে শূন্য
তিনি **শুক্রবারে** আসবেন। – অধিকরণে ৭মী
রাতে মশা **দিনে** মাছি এই নিয়ে **ঢাকায়** আছি। – অধিকরণে ৭মী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। – অধিকরণে ৭মী
সারারাত বৃষ্টি ছিল। – অধিকরণে শূন্য
হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে**। – অধিকরণে ২য়া
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। – অধিকরণে শূন্য
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ। – অধিকরণে ৭মী
কথায় কথায় **ছেলেবেলায়** ফিরে গেলাম। – অধিকরণে ৭মী
আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান। অধিকরণে ২য়া
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা। – অধিকরণে ৭মী
সকল **নিশিতে** শশী হয় না প্রকাশ। – অধিকরণে ৭মী

❑ **৩. বিষয় বোঝালে:** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন কিছুর উপর দক্ষতা বা অদক্ষতা পারদর্শিতা বা অপারদর্শিতা, ক্ষমতা বা গুণ বোঝায় → এই যার উপর বোঝাবে সেই হবে অধিকরণ কারক।

মারিয়া **অংকে** ভালো কিন্তু **ব্যাকরণে** কাঁচা।
পড়াশুনায় তার জুড়ি নেই।

প্রথম বাক্যে অংক এবং ব্যাকরণের উপর দক্ষতা এবং অদক্ষতা বোঝাচ্ছে। তাই 'অংকে এবং ব্যাকরণে' অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি। দ্বিতীয় বাক্যে পড়াশুনার উপর দক্ষতা বুঝিয়েছে। তাই **পড়াশুনায়** অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি।

আমাদের সেনারা **সাহসে** দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।– অধিকরণে ৭মী
অতি বড়বৃদ্ধপতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ। – অধিকরণে ৭মী
ণত্ব বিধান জানলে ভালো হয়। – অধিকরণে শূন্য

✓ **Exclusive:** যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ বা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। *কিছু কি বুঝেছেন? চলুন.. এবার অভিযাত্রীর ভাষায় শিখব।* একটি ক্রিয়া ঘটলে অপর একটি ক্রিয়া যদি অবশ্যই অর্থাৎ ১০০% ঘটে তবে যার কারণে ঘটল সে-ই ভাবে সপ্তমী। যা অধিকরণ কারক হয়।

→ **সূর্যোদয়ে** অন্ধকার দূরীভূত হয়। *সূর্য উদয় হলে অন্ধকার অবশ্যই দূরীভূত হবে। তাই সূর্যোদয় ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী।*
তাপে বরফ গলিত হয়। – ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। – ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী

✓ **খিলিপান** দিয়ে ওষুধ খাবে। *খিলিপান এর উপর বা ভিতর ওষুধ রেখে খাওয়া হয়। তাই খিলিপান স্থান বোঝায় এবং তা অধিকরণ কারক।*

অপাদান কারক

✓ অপাদান শব্দের অর্থ উৎপন্ন বা বিচ্যুত। যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে।

❑ **১.** যার কাছ থেকে কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হওয়া বোঝায় সেই হবে অপাদান। আর যা হবে তা হল কর্মকারক।

আম থেকে **জুস** হয়। এখানে, আম থেকে তৈরি হয়েছে তাই আম অপাদান এবং জুস যা তৈরি হয়েছে তা-হল কর্ম।

✓ এছাড়া- নিচের উদাহরণগুলো দেখুন-

দুধ থেকে দই হয়। – অপাদানে ৫মী
শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। – অপাদানে ৫মী
খেজুর রসে গুড় হয়। – অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল হয়। – অপাদানে ৭মী
টাকায় টাকা হয়। – অপাদানে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শুনেছি। অপাদানে ৭মী
অর্থাৎ লোকমুখ থেকে কথা গুলো তৈরি হয়েছে। তাই অপাদানে ৭মী

ধান থেকে চাল হয়। – অপাদানে ৫মী
চাল থেকে ভাত হয়। – অপাদানে ৫মী
ভাত থেকে ঝাও হয়। – অপাদানে ৫মী
কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি। – অপাদানে ৭মী
জলে বাষ্প হয়। – অপাদানে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি, চিড়ে, খই। – অপাদানে ৭মী
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী, করণে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে। – অপাদানে ৭মী
জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।– অপাদানে ৭মী

❑ **২.** যার কাছ থেকে কোন কিছু বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হয় সেই হবে অপাদান আর যা হবে তা হচ্ছে কর্ম আবার নিজে বিচ্যুত হলে কর্তা হবে।

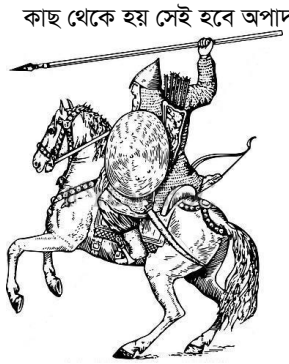

একজন সৈনিক মাথায় শিরস্ত্রাণ পড়ে ঘোড়ার উপরে বসে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় সে ঘোড়াসহ **পাহাড়** থেকে পড়ে গেল। তারপর পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিজেই **ঘোড়া** থেকে পড়ে গেল। এবার হেঁটে যাওয়ার সময় তার **মাথা** থেকে শিরস্ত্রাণ পড়ে গেল। সেই দুঃখে **শরীর** থেকে পোশাক খুলে **নদীর পার** থেকে পানিতে ঝাঁপ দিল। বাক্যে পাহাড়, ঘোড়া, মাথা, শরীর, নদীর পার - অপাদান কারক।

✓ **নিচের উদাহরণ গুলো মিলিয়ে নিন।**

গাছ থেকে পাতা পড়ে। – অপাদানে ৫মী
মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন। – অপাদানে শূন্য
সাদামেঘে বৃষ্টি হয় না। – অপাদানে ৭মী

চোখ দিয়ে পানি পড়ে। – অপাদানে ৩য়া
পরীক্ষা আসিলে **চোখে** জল পড়ে। – অপাদানে ৭মী

মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। এখানে মেঘ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাই মেঘ অপাদান আর যে বিচ্যুত হল-বৃষ্টি তা হবে কর্তৃ কারক।

❑ **৩. আমরা অধিকরণ কারকে শিখলাম.... কোন শব্দ দিয়ে যদি স্থানকে নির্দেশ করে তবে সেই স্থান সূচক শব্দটি হল অধিকরণ কারক, কিন্তু এই স্থান থেকে যদি কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বা বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় তবে ঐ স্থানটি হবে অপাদান কারক। নিচের চিত্রটি দেখুন–**

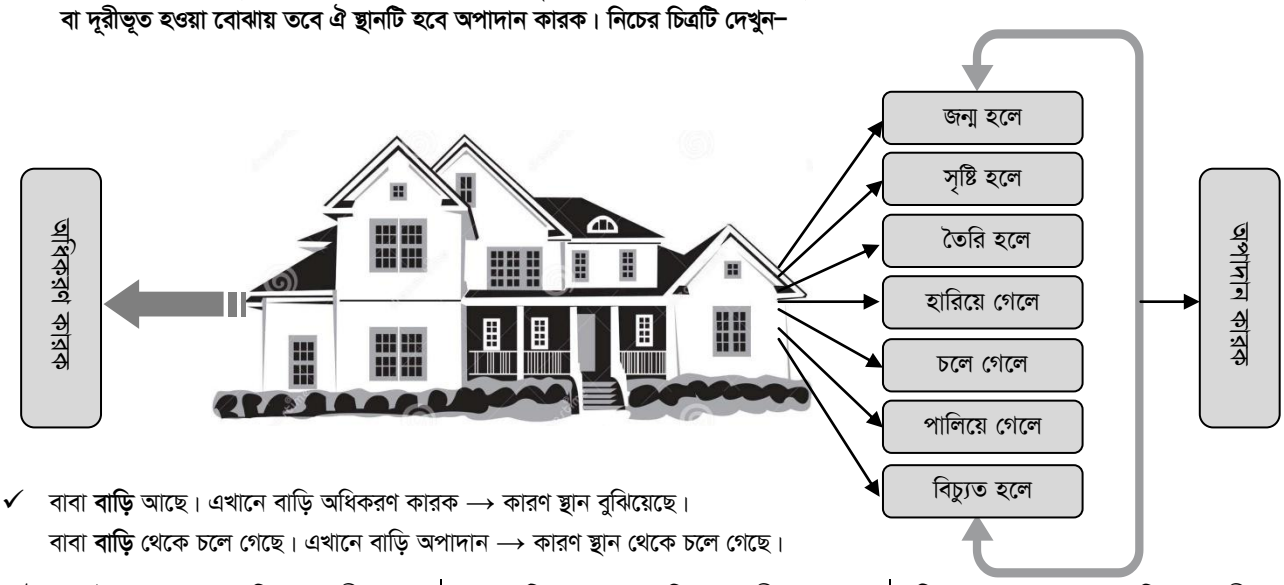

✓ বাবা **বাড়ি** আছে। এখানে বাড়ি অধিকরণ কারক ⟶ কারণ স্থান বুঝিয়েছে।
বাবা **বাড়ি** থেকে চলে গেছে। এখানে বাড়ি অপাদান ⟶ কারণ স্থান থেকে চলে গেছে।

স্টেশনে ট্রেন আছে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
স্টেশন ছেড়ে ট্রেন চলে গেছে। ⟶ অপাদানে শূন্য
তিলে তৈল আছে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল হয়। ⟶ অপাদানে ৭মী
চোখে বৃষ্টি পড়ে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
চোখে পানি পড়ে। ⟶ অপাদনে ৭মী

ছাদে বৃষ্টি পড়ে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে। ⟶ অপাদানে ৭মী
এর অর্থ হচ্ছে ছাদ থেকে পানি পড়ে। কিন্তু ঘরে পানি পড়ে। তা অধিকরণ; কারণ ঘর এখানে স্থান বুঝিয়েছে যার উপর পানি পড়ে।

জমিতে ফসল ফলে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
জমি থেকে ফসল পাই। ⟶ অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না। ⟶ অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর। ⟶ অপাদানে ৭মী

❑ **৪. যাকে ভয় পাওয়া হয় বা কেউ দেখে ভীত হয়⟶ এই যাকে ভয় পাওয়া হয় সেই হল অপাদান আর ভয় হবে কর্ম। মনে রাখবেন যাকে ভয় পেলে সেই অপাদান হবে, ভয় অপাদান নয়।**

বাঘে ভয় হয়। – অপাদানে ৭মী
বাবাকে বড্ড ভয় পাই। – অপাদানে ২য়া
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী
ভূতকে আবার কিসের ভয়। – অপাদানে ২য়া
বাঘকে ভয় পায় না কে? – অপাদানে ২য়া
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে**। – অপাদানে ৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।– অপাদানে ৭মী

বাঘ দেখলে স্বভাবতই আমাদের ভয় হয়। মনে করুন, আপনি বাঘ বা কোন কিছু দেখে ভয় পেলেন, সেখানে যাকে ভয় পেলেন অর্থাৎ বাঘই হবে অপাদান। আপনি হবে কর্তা আর ভয় হবে কর্ম; ভয় অপাদান নয়।

❑ **৫. আমরা সাধারণত কোন কিছুর ভাল, মন্দ, দোষ বা গুণ ইত্যাদি এক জনের সাথে আরেকজনের তুলনা করে থাকি। মনে রাখবেন, যার সাথে তুলনা করবেন সে-ই হবে অপাদান কারক। যাকে তুলনা করা হবে সে কী কারক হবে তা জানার প্রয়োজন নাই।**

রাইসার চেয়ে মায়িশা বেশি সুন্দরী
মায়িশা রাইসার চেয়ে বেশি সুন্দরী

রাইসার চেয়ে মায়িশা অর্থাৎ রাইসার সাথে তুলনা হচ্ছে– তাই রাইসা অপাদান কারক। আর যাকে তুলনা করা হচ্ছে অর্থাৎ মায়িশা কিন্তু অপাদান হবে না, এই বাক্যে মায়িশা কর্তৃ কারক হবে।

❑ **৬. আবার আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাই বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দূরত্ব পরিমাপ করি। যে স্থান থেকে রওনা দেওয়া হবে বা দূরত্ব পরিমাপ করা হবে, সেই স্থানটি হবে অপাদান কারক।**

ঢাকা থেকে কুমিল্লা ৯৭ কি.মি.

এখানে ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব পরিমাপ করতে বলা হয়েছে, তাই ঢাকা অপাদান

রহিমের চেয়ে করিম অনেক ভালো– অপাদানে ৫মী
লোভে পাপ, **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী
তর্কে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।– অপাদানে ৫মী
প্রাণের চেয়ে প্রিয়। – অপাদানে ৫মী
কুকর্মে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। – অপাদানে ৫মী

❑ **৭. কোন শব্দ দিয়ে যদি সময়কে নির্দেশ করে তবে সেই সময় সূচক শব্দটি হল অধিকরণ কারক, কিন্তু এই সময় থেকে যদি কোন কিছু শুরু হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বা বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বোঝায় তবে ঐ সময়সূচক শব্দটি হবে অপাদান কারক। নিচের চিত্রটি দেখুন–**

দুপুর ৩টা থেকে পরীক্ষা শুরু। সময় থেকে শুরু হয়েছে; তাই **'দুপুর ৩টা'** অপাদান করক।

সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু। সময় থেকে শুরু হয়েছে; তাই **'সোমবার'** অপাদান করক।

শুক্রবারে স্কুল বন্ধ থাকে। সময় থেকে শুরু নয়, শুধু সময় বুঝিয়েছে; তাই **'শুক্রবার'** অধিকরণ করক।

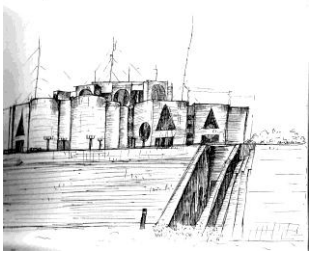

রোববার সংসদ অধিবেশন বসবে। সময় থেকে শুরু নয়, শুধু সময় বুঝিয়েছে; তাই **'রবিবার'** অধিকরণ করক।

❑ **সকল কারকে প্রথমা বা শূন্য (০) বিভক্তি:**

কর্তৃ কারকে:
- ☞ **রতন** পড়ে।
- ☞ **বীনা** বই পড়ে।
- ☞ **রহমান** ছবি দেখে।

কর্ম কারকে:
- ☞ ঘোড়ায় **গাড়ি** টানে।
- ☞ **ডাক্তার** ডাক।

করণ কারকে:
- ☞ তারা **তাস** খেলে।
- ☞ ছাত্ররা **বল** খেলে।
- ☞ চোরকে **চাবুক** মার।

সম্প্রদান কারকে:
- ☞ **গুরু সেবা** উত্তম কাজ।
- ☞ ভিক্ষা দাও, দুয়ারে **ভিক্ষুক**।
- ☞ পানি দেবে দেখিলে **তৃষ্ণার্ত**।

অপাদান কারকে:
- ☞ সুফিয়া **স্কুল** পালায়।
- ☞ **স্কুল** পালানো ভাল নয়।
- ☞ চোরগুলো **এলাকা** ছেড়ে গেল।

অধিকরণ কারকে:
- ☞ তিনি **বাড়ি** আছেন।
- ☞ **শুক্রবার** স্কুল বন্ধ থাকে।
- ☞ শাহেদ **ঢাকা** থাকে।

সম্প্রদান কারক

☞ সম্প্রদান অর্থ শর্ত ছাড়া দান করা। অর্থাৎ কাউকে শর্তছাড়া বা বিনামূল্যে বা স্বত্ব না রেখে যে কোন কিছু দেয়া।

✓ **সম্প্রদান কারক শেখার পূর্বে আমরা এটা জানব যে, কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারক এর মধ্যে পার্থক্য আছে কি না বা থাকলে তা কী হবে।**

✓ সম্প্রদান কারক ও কর্মকারক নির্ণয়ের ব্যাপারটি মূলত একই। যাকে কোন কিছু দেয়া বা দান করা হবে – তবে এর জন্য যদি অধিকার রাখা হয় তবে তা হবে কর্ম কারক আর অধিকার না রাখা হলে তা হবে সম্প্রদান কারক।
অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্ম কারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। সম্প্রদান কারক প্রকৃতপক্ষে গৌণকর্ম। তবুও সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় সম্প্রদান কারক ধারণাটি চলে আসছে। সম্প্রদান কারকের জন্য বাংলায় কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। কে, তে, এ প্রভৃতি বিভক্তিই এ কারকে চলে। এ কারকের বিভক্তিকে চতুর্থী বিভক্তিও বলা হয়।

✓ নিচের চিত্রগুলো দেখুন, আশা করি ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধোপাকে কাপড় দাও। এই বাক্যে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাচতে দেয়া বোঝায়; তাই তা সম্প্রদান কারক নয়; কর্ম কারক হবে।

গরিবকে ভিক্ষা দাও। এই বাক্যে গরিবকে ভিক্ষা একেবারেই দেয়া বোঝায়। অর্থাৎ তা বিনামূল্যে দেয়া হয় বলে গরিবকে হবে সম্প্রদান কারক।

✓ অন্তরা **ছিনতাইকারীকে** দামি গয়না দিয়েছিল। এখানে ভয়ে বাধ্য হয়ে দেয়া হয়েছে। তাই 'ছিনতাইকারীকে' সম্প্রদান কারক নয়। **চাকরকে** বেতন দাও, প্রজা **রাজাকে** কর দেয়, শিক্ষক **ছাত্রকে** পাঠ দিচ্ছেন, **তাকে** অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিল– এসব ক্ষেত্রে 'সম্প্রদান কারক' হয় না।

➢ যাকে শর্তছাড়া বা বিনামূল্যে বা স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দেয়া হয় – এই যাকে দেয়া হয় সেই হবে সম্প্রদান কারক। আর যা দেওয়া হয় তা সবসময়ই কর্ম কারক।
মসজিদে টাকা দাও। এই বাক্যে মসজিদে টাকা আমরা শর্ত ছাড়াই দেই; তাই মসজিদে সম্প্রদান আর টাকা হল কর্মকারক।
এছাড়া, **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও– সম্প্রদানে ৪র্থী; কর্মে শূন্য

➢ গুরুত্বপূর্ণ ৪টি বাক্য:-
- ☞ সমিতিতে চাঁদা দাও। –সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
- ☞ মৃতজনে দেহ প্রাণ। – সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
- ☞ অন্ধজনে দেহ আলো। – সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
- ☞ সৎপাত্রে কন্যা দান কর।– সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য

➢ যাকে কোন কিছু উপহার দেওয়া হয় – এই যাকে দেয়া হয় সেই হবে সম্প্রদান আর যা দেওয়া হয় তা হল কর্ম কারক। যেমন: **অন্তুকে** একটি ঘড়ি উপহার দেয়া হল। এখোনে অন্তুকে – সম্প্রদানে ৪র্থী।

➢ যাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা, আদর, স্নেহ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, সাহায্য, আশ্রয়, সহযোগিতা, পূজা, অর্চনা করা হয় এই যাকে করা হয় সেই হল সম্প্রদান কারক।
- ☞ **গুরুজনে** ভক্তি কর। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **অন্নহীনে** অন্ন দাও। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **আমায়** একটু আশ্রয় দিন। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **গৃহহীনে** গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **তোমারে** সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়। – সম্প্রদানে ৪র্থী
- ☞ **তোমায়** কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **তোমার** পূজার ছরে তোমায় ভুলেই থাকি। – সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
- ☞ পলাতক **দাসে** দাও স্বাধীনতা। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **ভিক্ষুককে** ভিক্ষা দাও। – সম্প্রদানে ৪র্থী

➢ নিমিত্ত অর্থ জন্য। নিমিত্ত বোঝালে নিমিত্তার্থে কারক হবে।
[অপশনে নিমিত্তার্থে না থাকলে সম্প্রদান কারক উত্তর করিবেন।]
- ☞ **সুখের** লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। – নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
- ☞ তিনি এবার **হজ্জ্বে** গেলেন। – নিমিত্তার্থে ৭মী
- ☞ বেলা যে পড়ে এল, **জলকে** চল। – নিমিত্তার্থে ৪র্থী

[বাক্যে 'জলকে' অর্থ জল নিয়ে আসার জন্য চল। তাই তা হবে নিমিত্তার্থে ৪র্থী; আর তা না থাকলে তবে তা হবে সম্প্রদানে ৪র্থী।]

করণ কারক

❑ করণ শব্দের অর্থ – "উপকরণ, যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কীসের সাহায্যে বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটি-ই করণ কারক।
উদাহরণ: সাকিব **ব্যাট** দিয়ে ক্রিকেট খেলে (এখানে ব্যাট করণ কারক)

☞ যন্ত্র হলেই হবে না, বাক্যে যন্ত্রটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে হবে – এরূপ বোঝাবে।

নীলার হাতে **কলম** আছে। 'কলম' লেখার যন্ত্র হলেও বাক্যে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। তাই এই বাক্যে 'কলম' কর্ম কারক।

নীলা **কলম দিয়ে** লেখে। এই বাক্যে কলম লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

এ **কলমে** ভাল লেখা হয়। এই বাক্যে কলম ভালো লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

কলমের খোঁচা দিও না। এই বাক্যে 'কলম' খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

☞ নিচের উদাহরণগুলো যন্ত্র বোঝায়:

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	নীলা কলম দিয়ে লেখে। এ কলমে ভাল লেখা হয়।	লেখার যন্ত্র– কলম	করণে ৩য়া করণে ৭মী
২	কলমের খোঁচা দিও না।	খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র – কলম	করণে ৬ষ্ঠী
৩	ঘোড়াকে চাবুক মার।	মারার যন্ত্র – চাবুক	করণে শূন্য
৪	লাঙ্গলে ভাল চাষ হয়। কৃষকরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ হয়।	চাষের যন্ত্র – লাঙ্গল	করণে ৭মী করণে ৩য়া করণে ৩য়া
৫	হাতের কাজ দেখাও।	কাজটি করার যন্ত্র – হাত	করণে ৬ষ্ঠী
৬	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন।	চিহ্ন দেওয়ার যন্ত্র – পা	করণে ৬ষ্ঠী
৭	তোমার গায়ে নখের আঁচড়ও লাগবে না।	আঁচড় দেওয়ার যন্ত্র – নখ	করণে ৬ষ্ঠী
৮	তিনি চোখে দেখেন না।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৭মী
৯	নৌকায় নদী পার হলাম।	নদী পার হওয়ার যন্ত্র – নৌকা	করণে ৭মী
১০	কোদালে মাটি কাটব।	মাটির কাটার যন্ত্র – কোদাল	করণে ৭মী
১১	একবার চোখের দেখা দেখব বলে।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৬ষ্ঠী
১২	আমরা কানে শুনি। সে কানে শুনে না। সে কানে খাটো	শুনার যন্ত্র – কান	করণে ৭মী করণে ৭মী করণে ৭মী
১৩	এ যে লেজে খেলায়।	খেলায় যন্ত্র – লেজ	করণে ৭মী
১৪	শিক্ষক ছেলেটিকে বেত মারলেন।	মারার যন্ত্র – বেত	করণে শূন্য
১৫	জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়।	সাগর পার হওয়ার যন্ত্র বা উপায় –জাহাজ	করণে ৭মী
১৬	আগুনে সেক দাও।	সেক দেওয়ার যন্ত্র বা উপায় – আগুন	করণে ৭মী
১৭	পাখিকে তীর মার।	পাখি মারার যন্ত্র – তীর	করণে শূন্য
১৮	দড়িতে বাঁধ।	অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বাঁধ। অতএব, বাঁধার যন্ত্র – দড়ি	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো উপকরণ বা উপাদান বোঝায়। অর্থাৎ কোন একটি জিনিস যা দিয়ে তৈরি এরূপ বোঝাবে।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না।	কাপড় কাচার উপকরণ – সাবান	করণে ৭মী
২	ইটপাথরের বাড়ি বড় শক্ত।	বাড়ি তৈরির উপকরণ – ইটপাথর	করণে ৬ষ্ঠী
৩	কালির দাগ দাও।	দাগ দেওয়ার উপকরণ – কালি	করণে ৬ষ্ঠ
৪	ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।	ঘর ভরার উপকরণ – ফুল	করণে ৭মী
৫	এত শঠতা, এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।	মাখার উপকরণ – মধু	করণে ৭মী
৬	নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।	নবান্ন হওয়ার উপকরণ – ধান	করণে ৭মী
৭	তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের জলে।	ভিজিয়ে রাখার উপকরণ – জল	করণে ৭মী
৮	আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।	ভরে যাওয়ার উপকরণ – ধান	করণে ৭মী
৯	ভাতে পেট ভরে।	পেট ভরার উপকরণ – ভাত	করণে ৭মী
১০	সোনার খাঁচা।	খাঁচার উপকরণ – সোনা	করণে ৬ষ্ঠী
১১	তোমার মহিমা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।	মহিমা লেখার উপকরণ – জ্বলন্ত অক্ষর	করণে ৭মী
১২	ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।	বসুন্ধরা ভরার উপকরণ – ধন ধান্যে পুষ্প	করণে শূন্য
১৩	মিলি ক্ষুদ্র বারি বিন্দু রচনা করিছে সিন্ধু, অণুতে গঠিত হিমাচল।	হিমাচল তৈরির উপকরণ – অণু	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো সাহায্য বা উপায় বোঝাবে। অর্থাৎ কোন একটি কাজ যার সাহায্যে করা হয়।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর।	কাজ করার উপায় – বুদ্ধি	করণে শূন্য
২	মন দিয়ে কর সবে বিদ্যা উপার্জন।	বিদ্যা উপার্জনের উপায় – মন দিয়ে	করণে ৩য়া
৩	ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে।	শরীর ভাল থাকার উপায় – ব্যায়াম	করণে ৭মী
৪	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	শিকারি বিড়াল চেনার উপায় – গোঁফ	করণে ৭মী
৫	আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়।	আত্মীয় সম্পর্কের উপায় – আত্মা	করণে ৬ষ্ঠী
৬	কথা নয়, কাজে পরিচয়।	পরিচয় পাওয়ার উপায় – কাজ	করণে ৭মী
৭	চেষ্টায় সব হয়। চেষ্টায় কী না হয়।	সব হওয়ার উপায় – চেষ্টা	করণে ৭মী
৮	টাকায় সব হয়। টাকায় কী না হয়।	সব হওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
৯	টাকায় বাঘের চোখ/ দুধ মিলে।	বাঘের চোখ/ দুধ পাওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
১০	টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।	অসাধ্য সাধন হওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
১১	সাধনায় সব হয়। সাধনায় কী না হয়। জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়।	সব হওয়া বা কীর্তিমান হওয়ার উপায় – সাধনা	করণে ৭মী
১২	ফলে বৃক্ষের পরিচয়।	বৃক্ষের পরিচয় পাওয়ার উপায় – ফল	করণে ৭মী
১৩	সে কি আপন রঙে মন রাঙাবে?	মন রাঙানোর উপায় – রঙ	করণে ৭মী
১৪	লাথি মার ভাঙরে তালা।	তালা ভাঙার উপায় – লাথি	করণে শূন্য
১৫	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।	কাঁটা তুলার উপায় – কাঁটা	করণে শূন্য
১৬	ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর।	কাজের উপায় – ঠাণ্ডা মাথা	করণে ৭মী
১৭	এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।	সহস্রটি মন বাঁধার উপায় – এক সূত্র	করণে ৭মী
১৮	জটাতে তাপস চেনা যায়।	জটা অর্থ হল বিশৃঙ্খলা আর তাপস হল – তপস্যাকারী। তপস্যাকারী চিনার উপায় – জটা	করণে ৭মী
১৯	ব্যবহারেই ইতর ভদ্র চেনা যায়।	ইতর–ভদ্র চেনার উপায় – ব্যবহার	করণে ৭মী
২০	সময়ে সব হয়।	সব হওয়ার উপায় – সময়। এখানে সময় শব্দটি অধিকরণ হবে না। সময় শব্দটি সব হওয়ার উপায় বুঝিয়েছে, তাই করণ।	করণে ৭মী
২১	বাষ্পে কল চালানো হয়।	কল চালানোর উপায় – বাষ্প	করণে ৭মী
২২	মাংস আগুনে সিদ্ধ কর।	মাংস সিদ্ধ করার উপায় – আগুন	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো কারণ বোঝায়, অর্থাৎ কোন একটা কাজ যার কারণে বা যার জন্যে বা যার কারণের জন্যে ঘটেছে। এরূপ বোঝাবে

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	অহংকারই পতনের মূল। অহংকারে পতন আনে।	পতনের কারণ – অহংকার	করণে শূন্য করণে ৭মী
২	ব্যায়ামে শরীর ভাল হয়।	শরীর ভাল হওয়ার কারণ – ব্যায়াম	করণে ৭মী
৩	আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লাভিনু হায়।	ভুলে যাওয়ার কারণ – ছলনা	করণে ৭মী
৪	অল্প শোকে কাতর।	কাতর হওয়ার কারণ – শোক	করণে ৭মী
৫	আলোয় আঁধার কাটে। আলোয় আঁধার দূর হয়।	আঁধার কাটা বা দূর হওয়ার কারণ – আলো	করণে ৭মী
৬	দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে (পৃথিবীতে)?	পৃথিবীতে সুখ লাভ হয় না যে কারণ ছাড়া – দুঃখ	করণে শূন্য
৭	কাঁথায় শীত মানে না।	শীত না মানার কারণ – কাঁথা।	করণে ৭মী
৮	জলে লিখন থাকে না।	লেখা না থাকার কারণ – জল।	করণে ৭মী
৯	তোমার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদবে।	শিয়াল কুকুর কাঁদার কারণ – তোমার দুঃখ	করণে ৭মী
১০	আকাশ মেঘে ঢাকা।	আকাশ ঢাকা থাকার কারণ – মেঘ	করণে ৭মী
১১	শরতের ধরতল শিশিরে ঝলমল।	ধরাতল ঝলমল হওয়ার কারণ – শিশির	করণে ৭মী
১২	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।	ধর্মের কল নড়ার যন্ত্র বা কারণ – বাতাস	করণে ৭মী
১৩	উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?	মনোরথ অর্থাৎ মনের আশা না পূরণ হওয়ার কারণ – উদ্যম।	করণে শূন্য
১৪	সে পীড়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে।	দুর্বল হওয়ার কারণ – পীড়া (অসুস্থতা)	করণে ৭মী
১৫	কথায় চিড়ে ভিজে না।	চিড়া না ভেজার কারণ – কথা।	করণে ৭মী
১৬	চিন্তায় চিন্তায় তার শরীরে ভেঙ্গেছে।	শরীর ভাঙ্গার কারণ – চিন্তা	করণে ৭মী
১৭	একদা প্রভাতে ভানুর প্রভাতে ফুটিল কমলকলি।	প্রথম 'প্রভাত' দিয়ে সকাল কে বুঝিয়েছে তাই অধিকরণ আর দ্বিতীয় 'প্রভাত' দিয়ে ভানু বা সূর্যের কিরণ বা আলো বুঝিয়েছে। এখানে কমল–কলি ফুটা কারণ – প্রভাত বা কিরণ। তাই দ্বিতীয় প্রভাত হচ্ছে করণ কারক।	করণে ৭মী

☞ কোন বাক্যে বল, লাঠি, তাস, পাশা –এই শব্দগুলো নিচে Underline বা Bold করা থাকলে এবং পরীক্ষায় আসলে তা করণ কারক হিসেবে চিন্তা ছাড়া দাগাবেন। OK, এবার কারণটা বলি।

✍ এমন অনেক খেলা আছে যেখানে খেলার নাম এবং খেলার উপকরণ একই। যেমন – বল, লাঠি, তাস,পাশা ইত্যাদি। তবে সে সব স্থানে খেলার নাম না বুঝিয়ে খেলার উপকরণই বোঝায়। তাই এগুলো চিন্তা ছাড়াই করণ কারক। তবে কর্ম কারক হিসেবে এগুলো পরীক্ষায় কখনও আসে নাই: অতএব, এগুলো কর্মকারক হিসেবে আসবেও না।

✍ তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে। – করণে শূন্য
✍ ছাত্ররা বল খেলে। অথবা ছেলেরা ফুটবল খেলে। – করণে শূন্য
✍ ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। – করণে শূন্য
✍ লাঠির ঘায়ে সাপটি মারা পড়ল। – করণে ৬ষ্ঠী
✍ পুরাতন তাসকে খেলা যায় না। – করণে ২য়া
✍ তারেক তাস খেলে। – করণে শূন্য
✍ তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না। – করণে শূন্য
✍ আজ পাশা খেলব রে শ্যাম। – করণে শূন্য
✍ সে লাঠি খেলায় ওস্তাদ। – করণে শূন্য

ছেলেটির হাতে **তাস** আছে। বাক্যে তাস খেলার নাম বা উপকরণ কোনোটিই বুঝায় নি। তাই তাস কর্ম কারক।

তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে। বাক্যে তাস খেলার নাম এবং উপকরণ দু'টোই। তাই 'তাস' করণ কারক।

কর্ম কারক

❑ **কর্মকারক:** যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম কারক বলে।

কর্ম দু প্রকার: মুখ্য কর্ম বা বস্তুবাচক কর্ম, গৌণ কর্ম বা ব্যক্তিবাচক কর্ম। বাক্যের ক্রিয়াকে কি/ কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটাই কর্ম কারক। যেমন- বাবা **আমাকে** (গৌণ কর্ম) একটি **কলম** (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

✓ **কর্মকারকের প্রকারভেদ:**

১. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম- হিমু ফুল তুলছে।

২. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম- ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।

৩. সমধাতুজ কর্ম - ক্রিয়া ও কর্ম যদি একই ধাতু হয় তবে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে।

বাজনা বাজে → বাজ + না → বাজ + এ
ধাতু ধাতু

৪. উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম- দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটো পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন- দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

✓ **কর্মকারকের উদাহরণ:**

পাপীকে ঘৃণা কর না- কর্মকারকে ২য়া।
আমি চিনি গো চিনি **তোমারে-** কর্মকারকে ২য়া।
ঝিকে মেরে **বৌকে** শেখানো- কর্মকারকে ২য়া।
গুরুজনে কর নতি-কর্মকারকে ৭মী।
বিপদে যেন করিতে পারি জয়-কর্মকারকে ৭মী।
বালিকা **মালা** গাঁথে-কর্মকারকে শূন্য।
ঈদের **চাঁদ** উঠেছে- কর্মকারকে শূন্য।

কর্তৃ কারক

☞ কাজটি যে বা যারা করবে সেই কর্তৃকারক। মিম বই পড়ে – কে বইটি পড়ে? – মিম – কর্তৃ কারকে শূন্য।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	পাগলে কী না বলে, ছাগলে কিনা খায়।	কে বলে? – পাগলে; কে খায়? – ছাগলে	কর্তায় ৭মী
২	দশে মিলে করি কাজ।	কে কাজ করে ?– দশে; অর্থাৎ দশজনে মিলে কাজটি করে।	কর্তায় ৭মী
৩	পাছে লোকে কিছু বলে।	কে কিছু বলে? – লোকে (লোকে = লোক+এ)	কর্তায় ৭মী
৪	মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক।	কে ভাবে ? – মানুষ	কর্তায় শূন্য
৫	লোকে বলে।	কে বলে? – লোকে	কর্তায় ৭মী
৬	বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।	কে খেয়েছে? – বুলবুলি আর তে এখানে ৭মী বিভক্তি	কর্তায় ৭মী
৭	অন্ধজনে বদ্ধ ঘরে, দিবা রাত্রি কষ্ট করে।	কে বদ্ধ ঘরে কষ্ট করে ? – অন্ধজনে	কর্তায় ৭মী
৮	রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণোন্ত।	লড়াইটা কে করেছে? – রাজায় রাজায়	কর্তায় ৭মী
৯	বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।	কে জিজ্ঞাসাটা করে? – বাপে	কর্তায় ৭মী
১০	পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করে।	তর্কটা কে করে? – পণ্ডিতে পণ্ডিতে।	কর্তায় ৭মী
১১	সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা।	কে দংশনটা করিল? – নাগবালা (সাপ)	কর্তায় শূন্য
১২	রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।	কে গরুর পাল লয়ে যায়? – রাখাল	কর্তায় শূন্য
১৩	শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।	কে পাঠে মন দেয়? – শিশুগণ	কর্তায় শূন্য
১৪	রতনে রতন চিনে।	কে রতন চিনে? – রতনে	কর্তায় ৭মী
১৫	বোকার ফসল পোকায় খায়।	কে খায়? – পোকায়	কর্তায় ৭মী
১৬	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কে টানে? – ঘোড়ায়	কর্তায় ৭মী
১৭	বাঘে–মহিষে একঘাটে জল খায়।	কে জল খায়? – বাঘে মহিষে	কর্তায় ৭মী
১৮	তারা পাঁচজনে যাবে।	কারা যাবে? – পাঁচজনে অর্থাৎ যাওয়ার কাজটা পাঁচজনেই করবে।	কর্তায় ৭মী
১৯	আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সাথে কইব কথা, নাইবা তুমি এলে।	কে এল? – তুমি কর্তা	কর্তায় শূন্য
২০	আমায় কেন দাও নি তুমি সকল শূন্য করে।	কে শূন্য করে দিবে? – তুমি	কর্তায় শূন্য
২১	এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা বুড়ি।	অর্থাৎ চরকা কাটা বুড়ি চাঁদের কোনায় ছিল। চাঁদের কোণায় কে ছিল? – বুড়ি	কর্তায় শূন্য
২২	ওহে অন্তর তম মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।	'তব' কাব্যিক শব্দ; যার অর্থ তোমার। অর্থাৎ তোমার সকল তিয়াস আমার অন্তরে এসে মিটিছে। এখানে মিটানোর কাজটা করেছে – তব, তাই 'তব' কর্তা।	কর্তায় শূন্য
২৩	আমাকে যেতে হবে।	যাওয়ার কাজটা কে করবে? – আমাকে। বাক্যটির সহজ রূপ – আমি যাব। তাহলে 'আমি' যদি কর্তা হয়, বাক্যটির ভাববাচ্য – আমাকে যেতে হবে। তাই 'আমাকেও' কর্তা হবে; কর্ম নয়।	কর্তায় ২য়া

২৪	বসিরকে যেতে হবে।	যাওয়ার কাজটা কে করবে?–বসির; তাই বসির কর্তা	কর্তায় ২য়া
২৫	সকলকে মরতে হবে।	সহজ কথায় সকলে মরবে। এখানে সকলে কর্তা। "সকলকে মরতে হবে" এই ভাববাচ্যের বাক্যে মরার কাজটি কে করবে – সকলকে; তাই সকলকে কর্তা	কর্তায় ২য়া
২৬	আমার যাওয়া হয়নি।	সহজ কথায় আমি যাই নি তাই বাক্যে – আমার শব্দটিও কর্তা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
২৭	তোমার যাওয়া উচিত।	কার যাওয়া উচিত – তোমার; এখানে তোমার শব্দটি কর্তা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
২৮	আমি কোরান পড়ি।	কে পড়ে?- আমি, তাই 'আমি' কর্তা	কর্তায় শূন্য
২৯	ফেরদৌসী শাহনামা রচনা করেছেন। ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।	আশা করি উপরের উদাহারণগুলো বোঝেছ, তাই এখানে ফেরদৌসী কর্তা	কর্তায় শূন্য কর্তায় ৩য়া
৩০	পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত (পিটানো) হয়েছে।	সহজ কথায় পুলিশ চোর পিটিয়েছে। তাই পুলিশ – কর্তা	কর্তায় ৩য়া
৩১	পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে।	পরীক্ষা নিজে কখনও আসতে পারে না। কিন্তু বাক্যে পরীক্ষা পদটি এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে পরীক্ষা নিজেই এসেছে। তাই পরীক্ষা কর্তা	কর্তায় শূন্য
৩২	জল পড়ে, পাতা নড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ছে।	বাক্যে জল, পাতা ও বৃষ্টি ব্যবহারটি এমনভাবে হয়েছে যে তারা নিজেই কাজগুলো করছে। তাই তারা কর্তা।	কর্তায় শূন্য
৩৩	জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।	কে মাছ ধরে? – জেলে। তাই জেলে কর্তা	কর্তায় শূন্য
৩৪	গুনহীন চিরদিন পরাধীন রয়।	কে পরাধীন রয়? – গুনহীন	কর্তায় শূন্য
৩৫	ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।	কে গুনগুনিয়ে এল? – ভ্রমর	কর্তায় শূন্য
৩৬	চণ্ডীদাসে কয় শুনে পরিচয়।	কে কয় বা বলে? – চণ্ডীদাসে	কর্তায় ৭মী
৩৭	চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।	কে ধর্মের কাহিনী শুনে না? – চোরে	কর্তায় ৭মী
৩৮	টাকায় টাকা আনে।	কে টাকা আনে? – টাকায়	কর্তায় ৭মী
৩৯	পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।	কে রব বা শব্দ করে – পাখি	কর্তায় শূন্য
৪০	বসন্তে কোকিল ডাকে।	কে ডাকে? – কোকিল	কর্তায় শূন্য
৪১	স্রোতে নৌকাটি উল্টিয়ে দিল।	উল্টানোর কাজটা স্রোত নিজেই করেছে।	কর্তায় ৭মী
৪২	চুপ কর, পিঁপড়েরা কি বলছে শুনি।	কে বলছে – পিঁপড়েরা।	কর্তায় শূন্য
৪৩	ধোপায় কাপড় কাচে।	[বাক্যটি কিন্তু 'ধোপাকে কাপড় দাও' নয়] বাক্যে কে কাপড় কাচে? – ধোপা	কর্তায় ৭মী
৪৪	দারা নামে পারস্যে এক রাজা ছিলেন।	সহজ কথায় – দারা পারস্যের রাজা দিলেন। তাই দারা কর্তা	কর্তায় শূন্য
৪৫	লোকটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।	কে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল? – লোকটা	কর্তায় শূন্য
৪৬	মানুষে একালে বই পড়ে না।	কে বই পড়ে না? – মানুষে	কর্তায় ৭মী
৪৭	বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।	কে বনে সুন্দর? – বন্যেরা, আর কে মাতৃক্রোড়ে – শিশুরা	কর্তায় শূন্য
৪৮	বাদল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।	এখানে বাদল সন্ধ্যা যদিও সময় কিন্তু অধিকরণ কারক হবে না। কারণ তা কর্তা হিসেবে ঘনিয়ে বা এগিয়ে এসেছে। অতএব 'বাদল সন্ধ্যা' এখানে কর্তা।	কর্তায় শূন্য
৪৯	নাগরের নটী চলে অভিসারে।	কে চলে? – নটী।	কর্তায় শূন্য

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

⇨ **সম্বন্ধ পদ:** ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যের অন্য পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে সাধারণত র/ এর/ কার ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন- দিব্য এর ভাই কাব্য কাজটি করেছে। এখানে দিব্য এর সাথে কাজটি করার কোন সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক আছে কাব্য এর সাথে। তাই দিব্য এখানে সম্বন্ধ পদ।

⇨ **সম্বোধন পদ:**
সম্বোধন মানে আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোন্ধন পদ বলে। যেমন- **হে,** বিধাতা আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইয়ে দাও। **ওরে**, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। **সুমন**, এখানে আস।

⇨ ক্রিয়া পদের সাথে সর্ম্পক না থাকায় সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক হয় না।

লিখিত পরীক্ষার খাতায় লেখার কৌশল

☞ লিখিত পরীক্ষার জন্য যে তথ্য আহরণ বা পড়াশোনা করেছেন, তার মূল লক্ষ্য হলো পরীক্ষার খাতায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করে আসা। আর এটি যদি করতে ব্যর্থ হন, তবে সব পরিশ্রম বৃথা যাবে। কারণ, পরীক্ষক আপনার জানার চেয়ে খাতায় কীভাবে উপস্থাপন করেছেন তা দেখে নম্বর দেবেন। ছোটখাটো ভুল হয়তো আপনার স্বপ্নকে ব্যাহত করতে পারে। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করে আসা জরুরি। এ জন্য সতর্ক থাকতে হবে। অনেক তো পড়াশোনা হলো এবং ভালোই তথ্য আছে বা মাথায় নিয়েছেন। এবার সঠিকভাবে তা খাতায় দিয়ে আসতে হবে এবং খাতার অঙ্গসজ্জা ঠিকমতো করতে হবে। তবেই হবে পরিশ্রম শতভাগ সার্থক। এ ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারেন:

০১. খাতায় কালো, নীল এবং ক্ষেত্রবিশেষে পেনসিল ছাড়া আর কোনো কালির দাগ থাকবে না। অনেকে সবুজ, বেগুনি, গোলাপি রং ব্যবহার করেন, যা ঠিক নয়।

০২. খাতাটি পেয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ তথ্যাদি পূরণ করে মার্জিন করে ফেলবেন। অবশ্যই বক্স স্কেলিং নয়। কারণ, এতে লেখার জায়গাটা অনেক ছোট হয়ে আসে। ওপরে ও বাঁ পাশে এক ইঞ্চি রেখে দাগ। এই স্কেলিং করবেন নীল কালি দিয়ে।

০৩. লুজ শিটে সময় না থাকলে মার্জিন করার প্রয়োজন নেই। শুধু ওপরে ও বাঁয়ে ভাঁজ করে নিন।

০৪. লুজ শিট নিলে তার নম্বরটি প্রথমেই মূল খাতার যথাস্থানে পূরণ করে নিন। পরে মনে থাকবে না।

০৫. আপনার জীবনের সর্বোচ্চ গতিতে লিখবেন। লেখা যেদিকে যায় যাক। শুধু বোঝা গেলেই হবে। দ্রুত লিখলে লেখা খারাপ হবে এটাই স্বাভাবিক। চিন্তার কিছু নেই।

০৬. পয়েন্ট, কোটেশন ও রেফারেন্স নীল কালি দিয়ে লিখবেন এবং নীল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে দেবেন। এতে পরীক্ষক সহজে চোখে দেখবেন। তাঁকে দেখানোই আপনার কাজ।

০৭. সব প্রশ্নের উত্তর করে আসবেন। সময় না থাকলে কম লিখবেন। না পারলে আন্দাজে কিছু একটা লিখবেন।

০৮. চেষ্টা করবেন প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে উত্তর দিতে। এতে খাতা দেখা সহজ হয়। তাই পরীক্ষক খুশি। আর তিনি খুশি হলে নম্বর ভালো আসবে।

০৯. তবে টু দ্য পয়েন্টের উত্তরগুলো আগে দেওয়া ভালো। যেমন ব্যাকরণের উত্তর, চিঠিপত্র, ছোট প্রশ্ন, টীকা। তারপর বর্ণনামূলক লেখা ভালো।

১০. অসম্পূর্ণ উত্তরের ক্ষেত্রে বাংলার বেলায় অ. পৃ. দ্র. এবং ইংরেজির বেলায় To be continued লেখা উত্তম।

১১. নতুন প্রশ্ন নতুন পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা ভালো। তবে গুচ্ছ প্রশ্নের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

১২. বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয়ে চিত্রের প্রয়োজন নেই। এখানে তথ্যের দরকার। এটিই দিন।

১৩. চিঠিপত্র লেখার সময় বাঁ পাশের পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা উত্তম এবং দুই পৃষ্ঠায় শেষ করে দেবেন।

১৪. মার্জিনের বাইরে কোনো লেখা হবে না। প্রশ্নের নম্বর ও কত নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখছেন তাও লেখা যাবে না। এমনকি একটা ফুলস্টপও হবে না। বোঝা গেল নিশ্চয়ই।

১৫. অনাবশ্যকভাবে পৃষ্ঠা ভরবেন না। পৃষ্ঠা গুনে নম্বর হয় না। যা চেয়েছে ও যা জানেন, তা সময়ের সঙ্গে মিল রেখে লিখুন।

১৬. যথাসম্ভব কাটাকাটি করবেন না। এতে খাতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সুন্দর জিনিসের দাম সর্বত্রই আছে। তার মানে এই নয়, লেখা বাদ দিয়ে নকশা করবেন। বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

১৭. টীকা লেখার সময় প্রথমে হালকা ভূমিকার মতো থাকবে এবং শেষে একটা সমাপনী থাকবে। মাঝখানে যা জানতে চেয়েছে তা অল্প করে লিখে দেবেন।

১৮. যেসব প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে শব্দ নির্ধারিত থাকবে, তা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না। যেমন ইংরেজি রচনা। এ জন্য পরীক্ষার হলে গুনতে বসবেন না। বাসায় এক পৃষ্ঠা দ্রুত লিখে দেখবেন কত শব্দ হয়। সেই সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত সংখ্যাকে ভাগ দিলে পৃষ্ঠা পেয়ে যাবেন। তবে সামান্য বেশি হলে তেমন সমস্যা নেই। যথাসম্ভব কাটাকাটি করবেন না। এতে খাতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সুন্দর জিনিসের দাম সর্বত্রই আছে।

১৯. ৫ নম্বরের একটা প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠা হতে পারে। এর বেশি অনেক ক্ষেত্রেই সময় পাবেন না।

২০. এক কথায় যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তা যত সংক্ষেপে লেখা যায়। এখানে প্যাঁচালেই বিপদ।

২১. ইংরেজি ও বাংলা রচনা শেষে লেখাই উত্তম। কারণ, তা সর্বাধিক নম্বর বহন করে।

২২. শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে যদি নম্বর না থেকে প্যাসেজ থাকে, তবে পুরোটা তুলতে হবে। আর শূন্যস্থান এর নিচে নীল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে, যাতে পরীক্ষকের সহজে চোখে পড়ে।

২৩. লেখার সময় বানান ভুল হচ্ছে কি না মাথায় রাখবেন। যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাবেন। সিনিয়র স্যাররা এতে খুব বিরক্ত হন।

২৪. যেকোনো চিত্র পেনসিল দিয়ে আঁকবেন। ফ্রিহ্যান্ডে আঁকাই উত্তম।

২৫. বর্ণনামূলক প্রশ্নে পারলে ছক দিয়ে তথ্য উপস্থাপন করবেন। ছকটা তৈরি করবেন নীল কালিতে আর লিখবেন কালো কালিতে। এতে পরীক্ষক সহজে বুঝতে পারবেন।

২৬. জেলজাতীয় কালির কলম ব্যবহার না করাই উত্তম। এতে অন্য পৃষ্ঠাও নষ্ট হয়ে যায়।

২৭. ভুলক্রমে যদি কোনো পৃষ্ঠা রেখে পরবর্তী পৃষ্ঠায় লিখে ফেলেন, তবে ফাঁকা পৃষ্ঠায় একটা দাগ টেনে দেবেন।

২৮. প্রতিটি নম্বরের জন্য কত সময় পান, তা আগেই হিসাব করে রাখবেন এবং সেই পরিমাণ সময় তাতে ব্যয় করবেন। যদি বরাদ্দকৃত সময় কিছু বেঁচে যায়, তবে তা পরবর্তী কোনো প্রশ্নে ব্যবহার করতে পারেন।

২৯. সাধারণ গণিতে উত্তর শেষ হলে একটু রিভিশন দেবেন। অনেকেরই প- াস, মাইনাস বা ছোটখাটো ভুল করার অভ্যাস আছে।

☞ একটা কথা মনে রাখবেন, এমন কোনো কাজ খাতায় করে আসবেন না বা এমন কিছু লিখবেন না বা এমন প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করবেন না, যাতে পরীক্ষকের মাথা গরম হয় বা তিনি বিরক্ত হন। কারণ, তিনি খেপে গেলে আপনাকে বিদায় নিতে হতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন এবং পড়াশোনা করুন। আগামী জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া লিখিত পরীক্ষায় আপনি সফল হোন। সবার জন্য শুভকামনা।

ধন্যবাদ সবাইকে।

শাহ মোহাম্মদ সজীব
লেখক: প্রশাসন ক্যাডার (দ্বিতীয় স্থান), ৩৪তম বিসিএস

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. **বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?** *[৪০তম বিসিএস]* — ০১.খ
ক. বিভক্তি খ. কারক গ. প্রত্যয় ঘ. অনুসর্গ

০২. **দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক – বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি?** *[৪০তম বিসিএস]* — ০২.ক
ক. তৃতীয়া বিভক্তি খ. প্রথমা বিভক্তি
গ. দ্বিতীয়া বিভক্তি ঘ. শূন্য বিভক্তি

০৩. **কোনটি অপাদান** *[৩৯তম বিসিএস]* — ০৩.খ
ক. জিজ্ঞাসিব জনে জনে খ. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
গ. বনে বাঘ আছে ঘ. গৃহহীনে গৃহ দাও

০৪. **'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা'–এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?** *[২৫তম বিসিএস]* — ০৪.ক
ক. কর্মকারকে শূন্য খ. সম্প্রদানে সপ্তমী
গ. অধিকরণে শূন্য ঘ. কর্তৃকারকে শূন্য

০৫. **'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।'– এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?** *[২৪তম বিসিএস]* — ০৫.ঘ
ক. কর্তৃকারকে সপ্তমী খ. কর্মকারকে সপ্তমী
গ. অপাদান কারকে তৃতীয়া ঘ. অধিকরণ কারকে সপ্তমী

০৬. **অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ আছে কোন বাক্যটিতে?** *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)]* — ০৬.ঘ
ক. ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
খ. কাজের পরিচয় ফলে বুঝা যায়
গ. ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই
ঘ. আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস

০৭. **নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?** *[১২তম বিসিএস (পুলিশ)]* — ০৭.ক
ক. ঘোড়াকে চাবুক মার খ. ডাক্তার ডাক
গ. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে ঘ. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. **'তিনি বাড়ী নেই'- কোন কারক?** *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পরীক্ষা গ্রহণকারী - পিএসসি)- ২০১৯]* — ০১.ক
ক. অধিকরণে শূন্য খ. অধিকরণে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. কর্মে শূন্য

০২. **'বাবাকে বড্ড ভয় পাই"- এখানে 'বাবাকে' শব্দটি কোন কারক ও বিভক্তি?** *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-২০১৯]* — ০২.খ
ক. কর্মে ২য়া খ. অপাদানে ২য়া
গ. কর্মে ৪র্থী ঘ. অপাদানে ৫মী

০৩. **'ছেলেরা মাঠে বল খেলে'- এখানে করণ কারক প্রকাশ করে কোনটি?** *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-২০১৯]* — ০৩.গ
ক. ছেলেরা খ. মাঠে গ. বল ঘ. খেলে

০৪. **'নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা' বাক্যটিতে 'রাস্তা' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (জুনিয়র অফিসার)-২০১৯]* — ০৪.ক
ক. করণে শূন্য খ. কর্মে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. কর্তার শূন্য

০৫. **'গগনে উঠল রবি লোহিত বরণ' চিহ্নিত শব্দের কারক ও বিভক্তি কী?** *[জীবন বীমা কর্পোরেশন- ২০১৮]* — ০৫.ক
ক. অধিকরণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী
গ. কর্তৃকারকে ৭মী ঘ. করণে ৭মী

০৬. **'গাছ হতে ফলটি পড়ল'—কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮]* — ০৬.C
A. অপাদানে ৬ষ্ঠী B. করণে ৯মী
C. অপাদানে ৫মী D. কর্মে ২য়া

০৭. **'টাকায় টাকা আনে'—এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮]* — ০৭.B
A. অপাদানে ৭মী B. কর্তৃকারকে ৭মী
C. করণকারকে ৭মী D. কর্মকারকে ৭মী

০৮. **'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে'—এই বাক্যে 'বুলবুলিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]* — ০৮.D
A. কর্মে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. অধিকরণে সপ্তমী D. কর্তায় সপ্তমী

০৯. **বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। এখানে বাঘে-মহিষে কোন ধরনের কর্তা?** *[ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী পরিচালক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৭]* — ০৯.C
A. প্রযোজ্য B. প্রযোজক
C. ব্যতিহার D. মুখ্য

১০. **কারক কত প্রকার?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৭]* — ১০.C
A. চার প্রকার B. পাঁচ প্রকার
C. ছয় প্রকার D. সাত প্রকার

১১. **'গাড়ি স্টেশন ছাড়ে' এখানে 'স্টেশন' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা(NSI)-এর সহকারী পরিচালক ২০১৭]* — ১১.C
A. কর্তাকারকে শূন্য B. কর্মকারকে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

১২. **'তিলে তৈল হয়'- 'তিলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়) ২০১৭]* — ১২.B
A. কর্মকারকে ৭মী B. অপাদান কারকে ৭মী
C. করণ কারকে ৭মী D. অধিকরণ কারকে ৭মী

১৩. **সামীপ্য অর্থে কোন অধিকরণ হয়?** *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়-২) ২০১৭]* — ১৩.C
A. অভিব্যাপক B. আধারাধিকরণ
C. ঐকদেশিক D. কালাধিকরণ

১৪. **'আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?'- 'রাঘবে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়-২) ২০১৭]* — ১৪.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

১৫. **প্রাতিপদিক কী?** *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়-২) ২০১৭]* — ১৫.C
A. সাধিত শব্দ B. বিভক্তিযুক্ত শব্দ
C. বিভক্তিহীন নাম শব্দ D. প্রত্যয়যুক্ত শব্দ

১৬. **উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ-এখানে 'উদ্যম বিহনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭]* — ১৬.B
A. কর্তৃকারকে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. কর্মে ৭মী

১৭. **বাবা বাড়ি নেই-বাক্যটিতে 'বাড়ি' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[পোস্ট মাষ্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম)-এর কার্যালয়ের পোস্টাল অপারেটর ২০১৬]* — ১৭.C
A. কর্মে শূন্য B. কর্তৃকারকে শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. অপাদানে শূন্য

১৮. বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল। কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ডাক বিভাগের পোষ্টাল অপারেটর ২০১৬]* — ১৮.B
A. করণে ৭মী B. নিমিত্তার্থে ৪র্থী
C. কর্মে ২য়া D. সম্প্রদানে ৪র্থী

১৯. কর্তা যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাকে বলে- *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ(মেট্রোপলিটন সার্কেল) পরিদর্শক ২০১৬]* — ১৯.A
A. করণ কারক B. কর্ম কারক
C. অপাদান কারক D. কর্তৃ কারক

২০. 'ডাক্তার ডাক'-কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়) ২০১৬]* — ২০.B
A. কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি B. কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তি
C. করণ কারকে শূন্য বিভক্তি D. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি

২১. 'পড়ায় আমার মন বসে না'-এখানে 'পড়ায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৬]* — ২১.B
A. কর্ম কারকে ৭মী বিভক্তি
B. অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি
C. অপাদান কারকে ৭মী বিভক্তি
D. করণ কারকে ৭মী বিভক্তি

২২. 'দশে মিলে করি কাজ' 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮]* — ২২.A
A. কর্তৃকারকে ৭মী B. সম্প্রদান কারকে ৭মী
C. কর্তৃকারকে ২য়া D. কর্তৃকারকে ৪র্থী

২৩. 'পাপে বিরত হও'-পাপে কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬]* — ২৩.B
A. করণে সপ্তমী B. অপাদানে সপ্তমী
C. কর্তায় সপ্তমী D. কর্মে সপ্তমী

২৪. 'কলসটি কানায় কানায় পূর্ণ' - কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬]* — ২৪.B
A. অপাদানে সপ্তমী B. স্থানাধিকরণে সপ্তমী
C. ভাবাধিকরণে সপ্তমী D. কালাধিকরণে সপ্তমী

২৫. 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই'– এখানে 'ভুঁই' কোন কারকে কোন বিভক্তি? — ২৫.গ
ক. কর্মে ৭মী খ. করণে শূন্য
গ. কর্মে শূন্য ঘ. অধিকরণে ৭মী

২৬. পড়াশোনায় মন দাও– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* — ২৬.ঘ
ক. কর্তায় ৭মী খ. কর্মে ৭মী
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. অধিকরণে ৭মী

২৭. টাকায় অসাধ্য সাধন হয়। বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* — ২৭.খ
ক. কর্মকারকে সপ্তমী খ. করণ কারকে সপ্তমী
গ. অপাদান কারকে সপ্তমী ঘ. অধিকরণে সপ্তমী

২৮. তিলে তৈল হয়– তিলে শব্দটি কোন কারক? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিস ২০১১]* — ২৮.গ
ক. করণ খ. অধিকরণ গ. অপাদান ঘ. কর্তৃ

২৯. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে'– কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিস ২০১১]* — ২৯.ক
ক. কর্মকারকে ৭মী খ. অধিকরণে ৭মী
গ. করণে ৭মী ঘ. অপাদানে ৭মী

৩০. যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে– *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ২০১১]* — ৩০.গ
ক. করণ কারক খ. কর্তৃ কারক
গ. কর্ম কারক ঘ. সম্প্রদান কারক

৩১. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলা হয়? *[উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১০]* — ৩১.খ
ক. সমাস খ. কারক গ. সন্ধি ঘ. বিশেষণ

৩২. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক' কোন বিভক্তি? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১০]* — ৩২.গ
ক. কর্মে ৬ষ্ঠী খ. করণে শূন্য
গ. অধিকরণে ৬ষ্ঠী ঘ. করণে ৭মী

৩৩. ব্যাকরণের কোন অংশে কারক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়? *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) ২০০৯]* — ৩৩.ঘ
ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. অর্থতত্ত্বে গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. রূপতত্ত্বে

৩৪. 'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে নির্দেশিক কারক– *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* — ৩৪.ক
ক. কর্তৃকারক খ. কর্মকারক
গ. সম্প্রদান কারক ঘ. করণ কারক

৩৫. 'কলসটি কানায় কানায় পূর্ণ'– কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৭]* — ৩৫.খ
ক. অপাদানে সপ্তমী খ. স্থানাধিকরণে সপ্তমী
গ. ভাবাধিকরণে সপ্তমী ঘ. কালাধিকরণে সপ্তমী

৩৬. সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা? কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৭]* — ৩৬.ঘ
ক. কর্তায় ৭মী খ. অপাদানে তৃতীয়া
গ. অধিকরণে তৃতীয়া ঘ. অধিকরণে সপ্তমী

৩৭. 'বিপদে মোরে রক্ষা করো'–'বিপদে' শব্দে কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)-এর সহকারী পরিচালক ২০০৬]* — ৩৭.গ
ক. কর্তায় সপ্তমী খ. কর্মে শূন্য
গ. অপাদানে সপ্তমী ঘ. করণে ২য়া

৩৮. 'গুরুজনে কর শ্রদ্ধা' কোন কারক? *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ২০০৬]* — ৩৮.নোট
ক. কর্তৃকারক খ. অপাদান কারক
গ. করণ কারক ঘ. কর্মকারক
[নোট: সঠিক উত্তর সম্প্রদানে সপ্তমী বিভক্তি]

৩৯. অন্ধজনে দয়া কর– কোন কারকে, কোন বিভক্তি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০০৬]* — ৩৯.ঘ
ক. কর্মে সপ্তমী খ. কর্তায় সপ্তমী
গ. কর্মে শূন্য ঘ. সম্প্রদানে সপ্তমী

৪০. 'বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর'– নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে সহকারী তথ্য অফিসার ২০০৫]* — ৪০.গ
ক. অধিকরণ কারকে ২য়া বিভক্তি খ.সম্প্রদান কারকে ৪র্থী বিভক্তি
গ. অপাদানে ৬ষ্ঠী বিভক্তি ঘ. কর্মকারকে ৭মী বিভক্তি

৪১. 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে'– ঘরেতে কোন কারক? *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]* — ৪১.গ
ক. করণে ৭মী খ. কর্মে ৭মী
গ. অধিকরণে ৭মী ঘ. অপাদানে ৭মী

৪২. 'পৃথিবীতে কে কাহার?' – এই বাক্যে 'পৃথিবীতে' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তিতে সম্পন্ন? — ৪২.গ
ক. অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি
গ. কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি
গ. অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি
ঘ. করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি

৪৩. **'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন'– এই বাক্যের 'ধান্যে' পদে কোন কারক ও বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে?** *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ কর্মকর্তা ০৪]* ৪৩.গ
ক. কর্ম ৭মী খ. কর্তৃকারকে ৭মী
গ. করণে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

৪৪. **'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'– এ বাক্যে 'কাননে' কোন কারক ও বিভক্তি?** *[প্রা. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩* ৪৪.গ
ক. কর্মে সপ্তমী খ. অপাদানে সপ্তমী
গ. অধিকরণে সপ্তমী ঘ. করণে শূন্য

৪৫. **অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তির উদাহরণ আছে কোন বাক্যে?** *[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]* ৪৫.ক
ক. জমি থেকে বাড়ি দেখা যায়
খ. তিনি বইটি কিনে এনেছেন
গ. লোকটি হঠাৎ লাফ দিল
ঘ. ছেলেটি পরীক্ষায় ফল ভালো করেছে

৪৬. **'এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না'– এখানে 'সাবানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী উপ-পরিদর্শক ২০০৪]* ৪৬.ঘ
ক. কর্তায় প্রথমা খ. করণে প্রথমা
গ. কর্মে সপ্তমী ঘ. করণে সপ্তমী

৪৭. **'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে'– এই বাক্যের 'বুলবুলিতে' পদে কোন কারক ও বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে?** *[সাব-রেজিস্ট্রার পদে ২০০৩]* ৪৭.গ
ক. করণকারকে সপ্তমী খ. অধিকরণে সম্পমী
গ. কর্তৃকারকে ৭মী ঘ. অপাদানে সপ্তমী

৪৮. **যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে–** *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০০৩]* ৪৮.ঘ
ক. কর্তৃকারক খ. সম্প্রদান কারক
গ. করণ কারক ঘ. কর্মকারক

৪৯. **'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা'– এখানে 'দাসে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক ২০০৩]* ৪৯.খ
ক. করণে সপ্তমী খ. সম্প্রদানে সপ্তমী
গ. অধিকরণে সপ্তমী ঘ. কর্মে প্রথমা

৫০. **'আয়ু যেন পদ্ম পাতার নীর'– এই বাক্যে 'পদ্ম পাতার'–** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১]* ৫০.ঘ
ক. কর্মকারক খ. করণ কারক
গ. অপাদান কারক ঘ. অধিকরণ কারক

৫১. **'এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা।'– এ বাক্যে 'মধুতে' কোন কারক?** *[সপ্তম বিজেএস (সহকারী জজ) ১২]* ৫১.গ
ক. কর্ম খ. অপাদান গ. করণ ঘ. অধিকরণ

৫২. **'রহিম ধোপাকে কাপড় ধুতে দিল।' ইহা কোন কারক?** *[চতুর্থ বিজেএস (সহকারী জজ) ২০০৯]* ৫২.খ
ক. কর্তৃকারক খ. কর্মকারক
গ. সম্প্রদান কারক ঘ. অপাদান কারক

৫৩. **অহংকার পতনের মূল– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২* ৫৩.খ
ক. কর্মে শূন্য খ. করণে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. অধিকরণে শূন্য

৫৪. **নেহাল অঙ্কে খুব কাঁচা– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২]* ৫৪.ঘ
ক. কর্মে ৭মী খ. করণে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

৫৫. **'এই নদীর মাছ বড়।' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা) ২০১২]* ৫৫.ঘ
ক. অধিকরণে ২য়া খ. অপাদানে ৭মী
গ. করণে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৬ষ্ঠী

৫৬. **আলোয় আঁধার কাটে–বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রা. প্রা. সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১৩]* ৫৬.খ
ক. অধিকরণে ৭মী খ. করণে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. কর্তায় ৭মী

৫৭. **খনিতে সোনা পাওয়া যায়। – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১২]* ৫৭.খ
ক. করণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী
গ. অধিকরণে ৭মী ঘ. কর্তায় ৭মী

৫৮. **'গুণহীনে ত্যাগ কর'– নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) ২০১২]* ৫৮.ক
ক. কর্মে ৭মী খ. অধিকরণে ৭মী
গ. সম্প্রদানে ৭মী ঘ. অপাদানে ৭মী

৫৯. **'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে? – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) ২০১২]* ৫৯.খ
ক. কর্মে ২য়া খ. অপাদানে ৭মী
গ. করণে ৭মী ঘ. অপাদানে ৫মী

৬০. **খালেদ বই পড়ে। – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী) ২০১২]* ৬০.গ
ক. করণে শূন্য খ. অধিকরণে শূন্য
গ. কর্মে শূন্য ঘ. অপাদানে শূন্য

৬১. **ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে।– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলি) ২০১২]* ৬১.ক
ক. করণে ৭মী খ. কর্মে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

৬২. **ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ২০১১]* ৬২.ক
ক. কর্মে শূন্য খ. করণে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. অধিকরণে শূন্য

৬৩. **অল্প শোকে কাতর– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শিউলী) ২০১১]* ৬৩.খ
ক. কর্তৃ কারকে ২য়া খ. করণ কারকে ৭মী
গ. অপাদান কারকে ৭মী ঘ. অধিকরণ কারকে ৭মী

৬৪. **আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শিউলী) ২০১১* ৬৪.ঘ
ক. কর্তায় ৭মী খ. কর্মে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

৬৫. **গাড়ি স্টেশন ছাড়ল। – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শাপলা) ২০১১;]* ৬৫.গ
ক. কর্তায় শূন্য খ. কর্মে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. অধিকরণে শূন্য

৬৬. **'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'– 'পাতায় পাতায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* ৬৬.খ
ক. অধিকরণে ষষ্ঠী খ. অধিকরণে ৭মী
গ. অপাদানে ষষ্ঠী ঘ. অপাদানে ৭মী

৬৭. **'মাঠে ধান ফলেছে'। বাক্যে 'মাঠে' কোন কারক?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* ৬৭.খ
ক. কালাধিকরণ খ. স্থানাধিকরণ
গ. বিষয়াধিকরণ ঘ. ভাবাধিকরণ

৬৮. **'শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বেলী) ২০০৯]* — ৬৮.ক
ক. অধিকরণে সপ্তমী খ. কর্মে সপ্তমী
গ. অপাদানে পঞ্চমী ঘ. অধিকরণে পঞ্চমী

৬৯. **'সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (পদ্ম) ২০০৯]* — ৬৯.গ
ক. কর্তায় ২য়া খ. কর্মে ২য়া
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

৭০. **'কালির দাগ দাও' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (শিউলী) ২০০৯]* — ৭০.খ
ক. কর্মে ২য়া খ. করণে ষষ্ঠী
গ. অপাদানে ষষ্ঠী ঘ. অধিকরণে ষষ্ঠী

৭১. **'পরের দিন উৎসব'– বাক্যে মাঝের শব্দটি কোন কারকের উদাহরণ?** *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* — ৭১.ক
ক. অধিকরণ কারক খ. অপাদান কারক
গ. সম্প্রদান কারক ঘ. কর্তৃ কারক

৭২. **সে নাচে তটিনী জল টলমল করে। – এই বাক্যে জল শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮]* — ৭২.ঘ
ক. কর্মে সপ্তমী খ. করণে শূন্য
গ. সম্প্রদানে শূন্য ঘ. কর্মে শূন্য

৭৩. **নিম্নরেখ শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুণ: ভূতকে আবার কিসের ভয়।** *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* — ৭৩.গ
ক. কালাধিকরণে ২য়া বিভক্তি খ. ভাবাধিকরণে ২য়া বিভক্তি
গ. অপাদানে ২য়া বিভক্তি ঘ. কর্মে ২য়া বিভক্তি

৭৪. **'তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না'– এখানে 'লাঠি' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৬]* — ৭৪.গ
ক. কর্তায় ৩য়া খ. কর্মে প্রথমা
গ. করণে শূন্য ঘ. করণে প্রথমা

৭৫. **অধিকরণ কারক কত প্রকার?** *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৪]* — ৭৫.খ
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

৭৬. **কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়?** *[সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) ২০০৯]* — ৭৬.ঘ
ক. প্রকৃতি খ. সন্ধি গ. সমাস ঘ. কারক

৭৭. **'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (শরৎ) ২০১০]* — ৭৭.খ
ক. কর্মে শূন্য খ. করণে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. সম্প্রদানে শূন্য

৭৮. **'পাগলে কিনা বলে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা) ২০১২]* — ৭৮.গ
ক. কর্তায় ষষ্ঠী খ. কর্তায় ২য়া
গ. কর্তায় ৭মী ঘ. কর্তায় শূন্য

৭৯. **'নৌকায় নদী পার হলাম' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (শরৎ) ২০১০]* — ৭৯.ক
ক করণে ৭মী খ. সম্প্রদানে ৪র্থী
গ. অপাদানে ৫মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

৮০. **'স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না'– কোন কারকে কী বিভক্তি?** *[কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১৩]* — ৮০.গ
ক. কর্মে ষষ্ঠী খ. করণে তৃতীয়া
গ. অপাদানে শূণ্য ঘ. অধিকরণে শূন্য

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. **গুরুজনে ভক্তি কর। - বাক্যটিতে 'গুরুজনে' কোন কারক?** *[Basic Bank Asst. Manager 2012]* — ০১.D
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. কারণ কারক D. সম্প্রদান কারক

০২. **বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে?** *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017]* — ০২.D
A. প্রত্যয়ান্তিক B. অনুপাতিক
C. আনুষাঙ্গিক D. প্রাতিপদিক

০৩. **'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে'-এ বাক্যে 'বুলবুলিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[]* — ০৩.C
A. অপাদানে ৫মী B. কর্মে ৫মী
C. কর্তায় ৭মী D. করণে ৭মী

০৪. **'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়'। —বাক্যটিতে 'বাঘের' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?** *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017(cancelled)]* — ০৪.B
A. কর্মকারকে ৬ষ্ঠী B. অপাদান কারকে ৬ষ্ঠী
C. করণ কারকে ৭মী D. কর্তৃ কারকে ৭মী

০৫. **ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কি বলে?** *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017]* — ০৫.B
A. সমাস B. কারক C. বিশেষণ D. সন্ধি

০৬. **শব্দকে পদ হতে হলে এতে যোগ করার প্রয়োজন হয়-** *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC), Officer 2017]* — ০৬.B
A. প্রত্যয় B. বিভক্তি C. উপসর্গ D. অনুসর্গ

০৭. **'এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না'– এখানে 'সাবানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[সোনালি ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১৩]* — ০৭.C
A. কর্তায় সপ্তমী B. করণে প্রথমা
C. করণে সপ্তমী D. কর্মে সপ্তমী

০৮. **'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]* — ০৮.A
A. কর্তৃকারকে ৭মী B. সম্প্রদান কারকে ৭মী
C. কর্তৃকারকে ২য়া D. কর্তৃকারকে ৪র্থী

০৯. **পড়াশোনায় মন দাও–** *[সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ক্লাস্টার আইটি এ্যাসিস্টেন্ট/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২]* — ০৯.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে ৭মী

১০. **'শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[বাংলাদেশ ব্যাংক এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ২০১২]* — ১০.B
A. করণে ২য়া B. সম্প্রদানে ২য়া
C. অপাদানে ২য়া D. অধিকরণে ২য়া
E. কোনটিই নয়

১১. **'আমার ভাত খাওয়া হইলো না' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১২]* — ১১.C
A. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া B. কর্মে শূন্য
C. কর্তৃকারকে ষষ্ঠী D. অধিকরণে সপ্তমী
E. কোনটিই নয়

১২. **আলোয় আঁধার কাটে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[স্টান্ডার্ড ব্যাংক লি. এ্যাসিস্টেন্ট অফিসার ২০১২]* — ১২.B
A. অধিকরণে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. কর্তায় ৭মী

১৩. অপাদান কারক কোনটি? *[কর্মসংস্থান ব্যাংক, এ্যাসিস্টেন্ট অফিসার (জেনারেল/ক্যাশ) ২০১২]* — ১৩.B
A. বনে বাঘ আছে B. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
C. গৃহহীনে গৃহ দাও D. জিজ্ঞাসিব জনে জনে

১৪. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে? *[পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১২; পূবালী ব্যাংক লি., জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]* — ১৪.D
A. বিশেষ্য B. সমাস C. অব্যয়
D. প্রাতিপদিক E. কোনটিই নয়

১৫. গুরুজনে ভক্তি কর। – বাক্যটিতে 'গুরুজনে' কোন কারক? *[বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০১১]* — ১৫.D
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. করণকারক D. সম্প্রদান কারক
E. কোনটিই নয়

১৬. রহিম বিজ্ঞানে ভালো। – এ বাক্যে 'বিজ্ঞান' কোন কারক? *[পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার/অফিসার ২০১১]* — ১৬.D
A. অপাদান B. সম্প্রদান C. করণ
D. অধিকরণ E. কোনটিই নয়

১৭. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা'– এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ১৭.A
A. কর্ম কারকে শূন্য B. সম্প্রদানে সপ্তমী
C. অধিকরণে শূন্য D. কর্তৃকারকে শূন্য

১৮. 'কাল মেঘে বৃষ্টি হয়' এখানে 'মেঘে' শব্দটি কোন কারক? *[তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. ডিপুটি এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ২০১১]* — ১৮.D
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. সম্প্রদান কারক D. অপাদান কারক
E. কোনটিই নয়

১৯. 'গুরুজনে কর শ্রদ্ধা' কোন কারক? *[বাংলাদেশ ওয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (এডমিন) ২০১১]* — ১৯. নোট
A. কর্তৃকারক B. অপাদান কারক
C. করণ কারক D. কর্মকারক
[নোট: সঠিক উত্তর সম্প্রদানে সপ্তমী বিভক্তি]

২০. 'পৃথিবীতে কে কাহার' এই বাক্যে 'পৃথিবীতে' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তিতে নিষ্পন্ন? *[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশ অব বাংলাদেশ (আইসিবি) অফিসার ২০১১]* — ২০.C
A. অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি B. কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি
C. অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি D. করণে তৃতীয়া বিভক্তি

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'সুখে থেকো-এই দোয়া করি' - কোন কারক? *[ঢাবি, ক ইউনিট - ২০১৮-১৯]* — ০১.B
A. অপাদান B. কর্ম
C. অধিকরণ D. করণ

০২. 'ঢাকায় জনসভা চলছে' - 'ঢাকায়' কোন কারক? *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ-বিজ্ঞান ২০১৮-১৯]* — ০২.C
A. অপাদান B. কর্ম
C. অধিকরণ D. করণ

০৩. জাল দ্বারা মাছ ধরা হয়।- বাক্যটিতে ' দ্বারা' কী? *[কুবি, খ ইউনিট - ২০১৮-১৯]* — ০৩.C
A. অনুসর্গ B. উপসর্গ
C. বিভক্তি D. তদ্ধিত প্রত্যয়

০৪. 'কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়' কান্নায় কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[জাবি ই ইউনিট, সেট-D ২০১৮-১৯]* — ০৪.D
A. কর্মে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. অপাদানে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

০৫. 'গরুতে গাড়ি টানে' বাক্যটিতে 'গরুতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[জাবি ই ইউনিক, সেট-B ২০১৮-১৯]* — ০৫.B
A. করণে সপ্তমী B. কর্তৃকারকে সপ্তমী
C. নিমিতার্থে সপ্তমী D. কর্মকারকে সপ্তমী

০৬. 'রাজার দুয়ারে হাতি বাধা' কোন কারকের উদাহরণ? *[জাবি ই ইউনিট, সেট-F ২০১৮-১৯]* — ০৬.A
A. ঐক্যদেশিক B. অভিব্যাপক
C. বৈষয়িক D. কালাধিকরণ

০৭. ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।- 'ঘরেতে' কোন কারক? *[কুবি বি ইউনিট ২০১৮-১৯]* — ০৭.B
A. করণ B. অধিকরণ
C. অপাদান D. কর্তৃকারক

০৮. ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে।- 'ব্যায়ামে' কোন কারক? *[কুবি সি ইউনিট ২০১৮-১৯]* — ০৮.A
A. করণ B. সম্প্রদান
C. কর্ম D. কর্তৃকারক

০৯. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক' – এই বাক্যে 'বাংলাদেশের' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ঢাবি, C ইউনিট- ২০১৭-১৮]* — ০৯.B
A. কর্তৃ কারকে ষষ্ঠী B. অধিকরণে ষষ্ঠী
C. অপাদানে ষষ্ঠী D. কর্মে দ্বিতীয়া

১০. 'বাবাকে বড্ড ভয় পাই।' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[জাবি, E ইউনিট - ২০১৭-১৮]* — ১০.C
A. অপাদানে শূন্য B. অপাদানে এ
C. অপাদানে কে D. অপদানে র

১১. 'গুরুজনে ভক্তি করো', এখানে 'গুরুজনে' কোন কারক? *[রাবি, A ইউনিট - ২০১৭-১৮]* — ১১.D
A. কর্তৃ B. কর্ম C. করণ D. সম্প্রদান

১২. 'পুকুরে মাছ আছে' বাক্যে 'পুকুরে' শব্দটি কোন অধিকরণ কারক? *[খুবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* — ১২.C
A. ভাবাধিকরণ B. বৈষয়িক
C. ঐকদেশিক D. অভিব্যাপক

১৩. 'কুকর্মে বিরত হও'- এটি কোন কারক? *[পাবিপ্রবি, C ইউনিট - ২০১৭-১৮]* — ১৩.C
A. কর্ম কারক B. করণ কারক
C. অপাদান কারক D. অধিকরণ কারক

১৪. 'জগতে কীর্তিমান হওয়া যায় সাধনায়' এখানে 'সাধনায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ইবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* — ১৪.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ২য়া
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী

১৫. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'-এ বাক্যে 'স্বাধীনতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ঢাবি, A-ইউনিট, ১৬-১৭]* — ১৫.C
A. করণে ষষ্ঠী B. অপাদানে ষষ্ঠী
C. নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী D. অধিকরণে ষষ্ঠী

১৬. 'টাকায় টাকা আনে'-এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ঢাবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* — ১৬.B
A. কর্তৃকারকে শূন্য B. কর্তৃকারকে ৭মী
C. কর্মকারকে ৭মী D. অপাদানে ৭মী
E. করণকারকে ৭মী

১৭. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন-এখানে 'মা' কোন কর্তা? *[ঢাবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* — ১৭.C
A. মুখ্য কর্তা B. গৌণ কর্তা
C. প্রযোজক কর্তা D. প্রযোজ্য কর্তা